স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য (১৯৭১-)

ঠাকুরমার ঝুলি

১.

লালকমল নীলকমল

সজনে গাছে টুনটুনিটা
যখন গিয়ে বসে
ঠিক তখনই লালকমলের
স্কুলের বাসে আসে।
লালকমল নীলকমল
ছোট্ট দুটি ভাই
পড়ার চাপে ওদের আর
খেলার সময় নাই।
হারিয়ে গেছে ময়ূরপঙ্খী
পক্ষীরাজ ঘোড়া
কোচিং আর হোমওয়ার্কে
ওদের ভীষণ তাড়া।
কার আগে কে টপকে যাবে
সোনায় মোড়া সিঁড়ি
সূর্য যখন অস্তাচলে
ওরা ফিরছে বাড়ি।

কে কেড়েছে স্বপ্ন ওদের
কে করেছে চুরি
সোনালি দিন শৈশবের
রূপকথার ঝুড়ি।

রাক্ষসেরা বাড়ছে এখন
তেপান্তরের মাঠে
নিত্য নতুন ছেলেধরার
ফন্দিফিকির আঁটে
গ্রিনকার্ড আর পাউন্ড-ডলার
সামনে মেলে ধরে
লালকমল নীলকমল
ফাঁদে ধরা পড়ে।
সোনার কাঠি রূপার কাঠি
জিয়নকাঠি কই
তোদের জন্য একটুখানি
স্বপ্ন বুনে থুই,
একটুখানি পাগল হাওয়া
একটু নিয়ম ছাড়া
মেঘলা দিনে খেয়ালখুশির
মাঠ পেরিয়ে যাওয়া।
লালকমল নীলকমল

ফাঁদে ধরা পড়ে।
সোনার কাঠি রূপার কাঠি
জিয়নকাঠি কই
তোদের জন্য একটুখানি
স্বপ্ন বুনে থুই,
একটুখানি পাগল হাওয়া
একটু নিয়ম ছাড়া
মেঘলা দিনে খেয়ালখুশির মাঠ পেরিয়ে যাওয়া।
লালকমল নীলকমল
লোহার কলাই খেয়ে,
স্বপ্নটাকে চাঁচিয়ে রাখার
যুদ্ধ শিখে নে।

২.

বুদ্ধুভুতুম

এসেছি দিনের শেষে
ছদ্মবেশী রাজার কুমার
রাঙানদী ঢেউ ভেঙে
পার হয়ে সমুদ্র হাজার

কলাবতী রাজকন্যা
একা থাক পাঁচতলার ফ্ল্যাটে
যাবে কি আমার সাথে
শালিধান সেউজিয়া মাঠে?

ষড়যন্ত্র কালো ঢেউ
সুপারির ডোঙা যাচ্ছে ডুবে
হিরোহোণ্ডা নিয়ে পাঁচ
রাজপুত্র জানি আগে যাবে
হারিব মায়ের ছেলে

আমাদের স্বপ্ন দেখতে নাই
দাঁড়িয়েছি ফুটপাথে
জানালায় যদি দেখতে পাই।
রয়েছে বন্দিনী তুমি
শুকপাখি সুখ পাখি পাশে
খেলছ সখির সাথে
গ্লোবাল চ্যাটিং নেটে বসে।
বাবা তো আমলা বড়ো
পাত্র খুঁজছে এন আর আই তাই
তাকাও চোখের দিকে
এখনো কি চিনতে পার নাই।
এনেছি মোতির ফুল
ধুলিমাখা কবিতার খাতা
এনেছি হৃদয়ে গান

বুনোঘাস শিরিষের পাতা
কেবল তোমার জন্য
ফিরে আসছি এ পাতালপুরে
যাবে কি আমার সাথে
যন্ত্রশহর থেকে দূরে!

৩.

অরুণ বরুণ কিরণমালা
(ভাষা শহিদ কমলা স্মরণে)

ভাইগুলো তার পাথর হল
বোনটি একা বাড়ি—
বুকের ভেতর উনিশে মে,
একুশ ফেব্রুয়ারি।
মায়া পাথর, মায়া সাগর,
অথৈ মায়া খেলা—
অরুণ বরুণ হারিয়ে গেছে,
একলা কিরণমালা।
দুচোখে ভরে আগুন নিল
দুঠোঁট ভরে ঘৃণা—
পেরিয়ে গেল সাতাশ নদী,
মৃত্যু পরোয়ানা।
ফিরিয়ে তাকে আনতে হবে
নিজের মাতৃভাষা—
মাথার ওপর ভাঙছে আকাশ,
বাতাস সর্বনাশা।

ছড়িয়ে দিল মন্ত্রবারি
অ আ ক খ যখন—
পাথর ভেঙে উঠল বেঁচে,
অরুণ বরুণ তখন।
ফিরে এল প্রাণের ভাষা
হারানো গানখানি—
দুখিনী মা বাংলাভাষা
আবার হল রানি।